MP BIRLA GROUP

COURAGE TO KNOW
SOUTH POINT

প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তি

প্রবর্তক ঃ মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

পরিচালক ঃ সাউথ পয়েন্ট এডুকেশন সোসাইটি

প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তি

প্রবর্তক ঃ মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্ট
পরিচালক ঃ সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল
৮২/৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০১৯
দূরভাষ ঃ ০৩৩ ২৪৪০ ৫১১৫/৪০৪৩/৫০৪২ • ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৪৬০ ২৪২৪
ওয়েবসাইট ঃ pbs.southpoint.edu.in • ই-মেল ঃ pbs@southpoint.edu.in

প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তির সূচনা ২০১৩ সালে। **মেধা ও সঙ্গতির ভিত্তিতে** পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্নাতক পাঠক্রমে পাঠরত নিম্ন আয় গোষ্ঠীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বছর এই বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

১.০ প্রস্তাবনা

শ্রীমতী প্রিয়ংবদা বিড়লা ২০০১ সালে এই মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পত্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে দাতব্য ও মানবকল্যাণমূলক কাজকর্ম চালানো এবং অন্যান্য সাধারণ জন-উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্রী মাধব প্রসাদজি বিড়লা ও শ্রীমতী প্রিয়ংবদা বিড়লা শুধু অগ্রগণ্য শিল্পপতিই ছিলেন না, ছিলেন মহান মানবকল্যাণপ্রেমীও। সমাজের, বিশেষ করে গরিব ও দুঃস্থদের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের জীবদ্দশাতেই তাঁরা বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের পত্তন ও লালনপালনে অবদান রেখে গিয়েছেন। শ্রী বিড়লার পর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী বিড়লা তাঁর নেতৃত্বে এম পি বিড়লা গ্রুপকে অধিকতর উচ্চতায় নিয়ে যান। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে এবং যেগুলি বর্তমান ছিল সেগুলিকে সুসংবদ্ধ ও প্রসারিত করে তিনি মানবকল্যাণমূলক কাজকর্মেরও বিস্তার ঘটান।

বিদ্যা, শ্রদ্ধা, চিন্তন ও উৎকর্ষের উপর জোর দিতেন তিনি। তাঁর সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেই সেটা লক্ষ্য করা যায়। তিনি চাইতেন তাঁর কর্মীদল যেন শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে, শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের সঠিক ভাবের বিকাশ ঘটায়, যত্নের সঙ্গে অনুধ্যান করে এবং উৎকর্ষের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। মুখে যা বলতেন তা-ই তিনি করতেন, তাঁর সমস্ত সংগঠনই তাঁর এই অকুণ্ঠ প্রয়াসের ফললাভ করত। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে উদ্দেশ্য ও নীতির ভিত্তিতে দৃঢ় সংকল্প, প্রত্যয় ও দক্ষতার সম্মিলন ঘটানোর জন্য তিনি তাঁর কর্মীদলকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করতেন।

তিনি ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি তাঁর সময়ের আগে গিয়ে ভেবেছেন এবং স্বপ্ন দেখতে ও সাহসী হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর সেই সমাজকল্যাণ ও শিল্পোদ্যোগের প্রেরণা তাঁরই এঁকে দেওয়া লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে পথ দেখিয়ে আসছে।

প্রয়াত শ্রীমতী প্রিয়ংবদা বিড়লার স্নেহার্দ্র স্মৃতিতে মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অছিরা পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্নাতক স্তরে পাঠরত যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারের জন্য ''প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তি'' প্রবর্তন করেছেন। প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব পড়েছে সাউথ পয়েন্ট এডুকেশন সোসাইটির উপর, যে সোসাইটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করে। প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করছে ট্রাস্টই। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রকল্পটি কার্যকর হয়েছে।

২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া এবং সফল বৃত্তিজীবন প্রতিপালনে তাদের সাহায্য করা। এই প্রয়াস, প্রাপকের, পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরে যে কোনও শাখায় পাঠের অসুবিধার যথেষ্ট লাঘব করবে এবং আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অনার্জিত থেকে না যাওয়া সুনিশ্চিত করবে।

এই বৃত্তি সেই দূরদর্শীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি, যিনি শিক্ষার উপর তাঁর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। যিনি চাইতেন, সমস্ত মেধাবী তরুণ-তরুণীর কাছে শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত থাকুক, তা তাদের পারিবারিক আয় যা-ই হোক না কেন।

৩.০ বৃত্তির সংখ্যা

এই বৃত্তি প্রকল্প ২৫ জনের মতো প্রার্থীকে তাদের টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া, পঠনপাঠনের সামগ্রীর খরচ মেটানোর জন্য বছরে ২৪ হাজার টাকা করে দেবে এবং তা তাদের পাঠক্রমের পুরো মেয়াদ পর্যন্ত চালু থাকবে, কিন্তু সেই মেয়াদ ৪ (চার) বছরের বেশি হবে না। ট্রাস্ট ১০০ জন প্রার্থীকে প্রতি বছর ২৪ হাজার টাকা করে দেবে অর্থাৎ প্রতি বছর ২৫ জন

Sri Madhav Prasadji Birla
(1918 - 1990)

His life was modelled on the motto :
From God we receive and to God we offer

A true visionary and 'karmayogi'
His inspiring spirit of enterprise continues
to be our guiding force

Smt. Priyamvada Devi Birla
(1928 - 2004)

Vidya, Shraddha, Chintan and
Utkarsh were the principles that
governed her approach to life and will
be guiding us always in our pursuit
for excellence

হিসাবে প্রার্থীরা তাদের পাঠক্রমের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে, যার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, পড়বে। বৃত্তি বিতরণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উপর ন্যস্ত থাকবে। ট্রাস্ট যে কোনও সময় প্রার্থীর সংখ্যা এবং / অথবা বৃত্তির পরিমাণ পরিবর্তন করতে বা কোনও কারণ না দেখিয়ে বৃত্তি প্রকল্পটি বাতিল করতে পারবে।

৪.০ আবেদনকারীর যোগ্যতা

৪.১ **পাঠক্রম, শাখা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ** প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তি পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও কলেজ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ বিভাগে পূর্ণকালীন স্নাতক ডিগ্রি পাঠক্রম (বি এ, বি কম, বি এসসি ইত্যাদি), পেশাগত পাঠক্রম (বিবিএ, বিসিএ, এলএলবি ইত্যাদি), ইঞ্জিনিয়ারিং (বিই/বিটেক যে কোনও শাখায়) এবং মেডিসিন (এমবিবিএস/বিডিএস) পাঠক্রমে মোট ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হবে। উপরোক্ত পূর্ণকালীন স্নাতক পাঠক্রমের প্রথম শ্রেণিতে যে সব ছাত্র-ছাত্রী নিশ্চিতভাবে ভর্তি হয়েছে তারাই কেবল আবেদন করার যোগ্য। **যারা সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হয়েছে, যা তাদের ওই শাখায় পরবর্তী পড়াশোনার পথ সুনিশ্চিত করে না, তারা আবেদন করার যোগ্য নয়।**

৪.২ **পারিবারিক আয় ঃ** অর্থনৈতিকভাবে কম সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রার্থীরা যাদের সমস্ত সূত্র থেকে বার্ষিক পারিবারিক আয় ৭৫০০০ টাকা বা তার কম, তারাই কেবল প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য। জেলাশাসক/কালেকটর, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, মহকুমা অফিসারের মতো রাজ্য কর্তৃপক্ষ অথবা বিপিএল কার্ড/সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসারদের যথাযথাভাবে দেওয়া বিপিএল কার্ড/সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীদের পারিবারিক আয়ের সমর্থনে তা পেশ করতে হবে। **পরিবার বলতে এক্ষেত্রে কেবল পিতামাতা ও স্বামী-স্ত্রী বোঝাবে।**

৪.৩ **মেধার নিরিখ ঃ** মেধার নিরিখ হিসাবে নিম্নলিখিতগুলি বিবেচ্য হবে ঃ

- **এআইএসএসসিই, আইএসসি, যে কোনও রাজ্য বোর্ড/কাউন্সিলের উচ্চ মাধ্যমিক ফল**
- **পশ্চিমবঙ্গের কোনও কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নথি**

৪.৪ **সঙ্গতির নিরিখঃ** সঙ্গতির নিরিখ হিসাবে নিম্নলিখিতগুলি বিবেচ্য হবে ঃ

- **সব সূত্র মিলিয়ে প্রার্থীর আয় ৭৫০০০ টাকার বেশি হবে না, সমর্থনে যথোপযুক্ত নথিপত্র, দায় বর্তাবে প্রার্থীর উপর**

৪.৫ **বয়ঃসীমা ঃ** বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ৪ জুলাই প্রার্থীর বয়ঃসীমা ২৫ বছরের বেশি হবে না। এই প্রকল্পে সর্বনিম্ন কোনও বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট নেই, তবে প্রার্থীর বয়স যেন ৪.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ইউজিসি-র প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট হয়।

৪.৬ **অন্যান্য ঃ** আশা করা যায় যে, প্রার্থীরা কোনও বাইরের সংস্থায় কোনও ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকবে না। অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেওয়া ইন্টার্নশিপ বা সবেতন প্রকল্পকে প্রার্থীর ক্ষেত্রে চাকরি বলে বিবেচনা করা হবে না। প্রার্থী যদি অন্য কোনও বৃত্তি/আর্থিক সহায়তা/স্টাইপেন্ড পায়, তাহলে তাকে আবেদনপত্রে তা জানাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিচারকবর্গই চূড়ান্ত নির্বাচন করবেন।

৫.০ মূল্য, মেয়াদ এবং বৃত্তি বন্টনের উপায়

৫.১ **পরিমাণ ও মেয়াদ ঃ** প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তি প্রাপক ছাত্ররা তাদের কোর্স ফি নির্বিশেষে বছরে সর্বোচ্চ ২৪০০০ টাকা পাবে, যা দিয়ে তার টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া ও আনুষঙ্গিক খরচ মিটে যেতে পারে। প্রথম বছর থেকে কোর্স শেষ হওয়া বা চার বছর পর্যন্ত, যেটি আগে হবে, বৃত্তি পাওয়া যাবে এই শর্তে যে, ছাত্র/ছাত্রীটিকে প্রতিটি সেমিস্টার/বছর একবারের চেষ্টাতেই উত্তীর্ণ হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শতাংশ মান/সিজিপিএ অর্জন করতে হবে, ৫.৩ অনুচ্ছেদে যা নির্দিষ্ট করা আছে।

৫.২ **বন্টনের উপায় ঃ** **ভর্তির বছর থেকেই ছাত্র/ছাত্রীর অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফট অথবা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রতি বছর ২৪০০০ টাকা পাঠানো হবে।** এই বৃত্তির অর্থ বন্টনের পর প্রাপকদের কোন শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য এই ট্রাস্ট কোনও ভাবেই দায়ী হবে না।

৫.৩ **পর্যালোচনা ও নবীকরণ ঃ** কোর্স সম্পূর্ণ হওয়া বা বৃত্তির চতুর্থ বছর পর্যন্ত, যেটা আগে হবে, প্রতি বছর প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তির পর্যালোচনা ও নবীকরণ চলবে। বৃত্তির ধারাবাহিকতা নির্ভর করবে প্রতি বছর/সেমেস্টারে এবং পরবর্তী বর্ষ/সেমেস্টারে প্রাপকের অগ্রগতি ও কৃতিত্বের উপর। প্রাপকের আবেদনের অবাধ নবীকরণের জন্য তাকে সেমেস্টার/বার্ষিক পরীক্ষায় সাধারণ/পেশাগত শাখার ক্ষেত্রে **ন্যূনতম ৪৫%বা ন্যূনতম পাস মার্ক, যেটা বেশি, পেতে হবে এবং টেকনলজি/মেডিসিন কোর্সগুলিতে ন্যূনতম ৫৫%বা ৬ সিজিপিএ মান পেতে হবে।** সেই সঙ্গে এটাও আশা করা যায় যে, প্রাপকরা পরবর্তী বর্ষ/সেমেস্টারে উত্তীর্ণ হবে। প্রাপক যদি শাখা/পাঠক্রমের কোনও পরিবর্তন করে তাহলে তা তাকে বৃত্তির নবীকরণের জন্য আবেদন করার আগেই ট্রাস্টকে জানাতে হবে, এটা একরকম আবশ্যিক। ব্যাকলগ/কোনও পেপারে অনুত্তীর্ণ থাকলে আবেদনকারীর বৃত্তি নবীকরণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে ট্রাস্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয় হবে। কোনও আবেদনকারী যদি সাময়িকভাবে কোনও বছর/সেমেস্টারে ছেদ ঘটায় তাহলে সে ওই সেমেস্টারের জন্য দুবার বৃত্তি পাবে না।

৫.৪ **নবীকরণ পদ্ধতি ঃ** প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তির নবীকরণের জন্য আবেদনপত্রের একটি পৃথক ফর্ম যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। প্রাপককে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ একটি আবেদনপত্র ডাকযোগে এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে ঃ **বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ, মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, অবধায়ক সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, ৮২/৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০১৯।**

নবীকরণের আবেদনের সঙ্গে যেসব নথি সংলগ্ন করতে হবেঃ

- **বিগত বছরে বৃত্তি প্রাপ্তির সমর্থনে নথিপত্র**
- **বর্তমান বছরের/সেমেস্টারের ফল, বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়িত**
- **প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সুপারিশ**

নির্ণায়ক পরীক্ষার ফল ঘোষণা ২০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে।

৬.০ আবেদনপত্রের ধরন

৬.১ **আবেদনপত্র ঃ** ৪.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্নাতক স্তরের কোন কোর্সের প্রথম বছরে/প্রথম সেমেস্টারে যারা পড়ছে এবং যোগ্যতার সমস্ত শর্ত পূরণ করছে, তারা নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে সুনির্দিষ্ট সংশাপত্র ও সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে পারে pbs.southpoint.edu.in এই ওয়েবসাইটটিতে।

৬.২ আবেদনপত্র ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ বিকেল ৫ টার মধ্যে শুধুমাত্র অনলাইনে pbs.southpoint.edu.in এই ওয়েবসাইটটিতে পৌঁছান আবশ্যক।

৭.০ বৃত্তি প্রদান

বৃত্তি প্রদান ও তার ধারাবাহিকতা নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ

৭.১ **আবেদন ঃ** পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের স্নাতকস্তরে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয়ংবদা বিড়লা বৃত্তির জন্য আবেদন করার পর প্রার্থী নির্বাচন হবে।

৭.২ **নির্বাচন ঃ** প্রার্থীরা ৪.৩ ও ৪.৪ অনুচ্ছেদ উল্লেখিত নিরিখ অনুযায়ী মেধা ও সঙ্গতির ভিত্তিতে প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হবে। এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিচারকবর্গই প্রার্থীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকারের ফল এবং মেধা ও সঙ্গতির ভিত্তিতে চূড়ান্ত বাছাই করবেন। তাঁরাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র অধিকারী। বৃত্তি দেওয়া বা তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ট্রাস্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং অবশ্য পালনীয়।

৮.০ সাধারণ নিয়ামাবলী

৮.১ প্রয়োজনে প্রকল্পের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও প্রত্যাহারের অধিকার মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্টের হাতে সংরক্ষিত।

৮.২ আশা করা হচ্ছে যে, আবেদনপত্রে আবেদনকারী সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেবেন। কোনও পর্যায়ে যদি দেখা যায় যে, আবেদনকারী অসত্য তথ্য দিয়েছেন বা ঘোষণা করেছেন, তা হলে বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার পুরো ক্ষমতা মাধব প্রসাদ প্রিয়ংবদা বিড়লা অ্যাপেক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্টের থাকবে এবং এই ধরনের ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

(আবেদন পত্র শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে ঃ www.pbs.southpoint.edu.in)

সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল

৮২/৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০১৯

দূরভাষ ঃ ০৩৩ ২৪৪০ ৫১১৫/৪০৪৩/৫০৪২ • ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৪৬০ ২৪২৪

ওয়েবসাইট ঃ pbs.southpoint.edu.in • ই-মেল ঃ pbs@southpoint.edu.in